মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ

নাটক এক ধরনের মিশ্র শিল্প (কম্পোজিট আর্ট), সেদিক থেকে সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যম— গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য-কবিতা থেকে ভিন্নতর গুরুত্ব লাভ করে। সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলি দ্বিমাত্রিক উপাদান ভিত্তিক, কিন্তু নাটক ত্রিমাত্রিক–নাট্যকার-অভিনেতা-দর্শক। তাই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের গভীর যোগ রয়েছে। মঞ্চ সাফল্যে নাটকের সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো পাঠ করে নাটকের রস গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তা অধিক মাত্রায় সার্থকতা লাভ করে দর্শক সমক্ষে মঞ্চায়ন সাফল্যে। নাটকের সঙ্গে মঞ্চের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "নাটক সাহিত্য হইলেও তদতিরিক্ত আরও কিছু। ইহার সহিত দর্শকের রুচি- চাহিদা, মঞ্চের ব্যবস্থাপনা ও অভিনয় কৌশল অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত।"[১]

সুতরাং কোনো নাটক বা কোনো নাট্যকার সম্পর্কে আলোচনায় সম্পূর্ণতার জন্য নাট্যকারের সমকালের মঞ্চ ব্যবস্থা, রঙ্গমঞ্চের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও দর্শকরুচি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। নাট্যকার তাঁর গভীর জীবনদর্শন নাটকে সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করে থাকেন। অভিনয়ের মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশ শতকের ষাটের দশকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জটিলতায় সৃষ্টি হয় গণনাট্য, নবনাট্য, থার্ড থিয়েটার, অ্যাবসার্ড থিয়েটার প্রভৃতি নাট্য আন্দোলনের। এই সময়কার প্রায় সকল নাট্যকার কোনো না কোনো সংস্থার কর্ণধার, নির্দেশক, পরিচালক বা অভিনেতা ছিলেন। মঞ্চের প্রয়োজন মেটাতে তাঁদের সৃষ্টি করতে হয় নাটকের। সমকালের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় কোনো নাট্য সংস্থার কর্ণধার বা অভিনেতা ছিলেন না। তিনি একের পর এক অসাধারণ নাটক সৃষ্টি করেছিলেন যা প্রথাগত নাটকের জগতে বৈপরীত্য সৃষ্টিকারী। সুতরাং মোহিত

চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর নাটক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে কতখানি সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল তার পরিচয় নেওয়া আবশ্যক, যা 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন ও শিল্প' বিষয়ক আলোচনাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক বিষয়টি আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস জেনে নেওয়া যায়। গ্রিক শব্দ 'Theatron'(থিয়াত্রোন) থেকে ইংরেজি 'Theatre' শব্দটি এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হল দৃশ্য স্থল বা দেখবার জায়গা। এর আনুষঙ্গিক 'Auditorium' বা শোনবার জায়গা শব্দটি এসেছে রোমান উৎস থেকে। আর 'Theatre'-এ অভিনীত 'Drama' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Dracin' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'to do' বা 'act' যা থিয়েটারে দেখা যায়।

গ্রিক দেশেই প্রথম নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত। গ্রিক রঙ্গমঞ্চের যে জায়গায় দেবতা ডায়নিসাসের আরাধনার পর অভিনয় হত তাকে 'Skene' বলা হয়। এই Skene এর সামনের দিকে যুক্ত গোলাকৃতি জায়গাকে 'Orchestra' বলা হয়। এই গোলাকৃতি জায়গার সামনে বিশাল পাহাড়ের মতো ঢালু জায়গাতে গ্যালারির মতো দর্শকাসন ছিল প্রায় পনেরো-কুড়ি হাজার। রোমান যুগে থিয়েটারে অভিনয়ের সুবিধার জন্য skene-এর সামনে খানিকটা জায়গা বাড়িয়ে একটা প্লাটফর্মের মতো করা হয়। Orchestra এবং skene-এর মাঝখানে এই বাড়তি অংশটুকু জুড়ে দেওয়া হয়। Skene-এর সামনে (pro) এই অংশ জোড়ার ফলে এর নাম হয় 'proskenion' পরবর্তীকালে orchestra-র গোলাকৃতি জায়গা তুলে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে এই অংশটি skene- এর সামনে জুড়ে দেওয়া হয়, যা খানিকটা ধনুকের ছিলার মতো (arch), তাই অনেকে একে Arch proskenion বলে থাকেন।

ইংরেজি ভাষায় ‘skene’ হয় ‘scene’। গ্রিক ’k’ বদলে ইংরেজি ‘c’ ইংরেজি হয়। গ্রিক ও রোমান ‘proskenion’ ইংরেজিতে হলো ‘proscenium’। এই ’proscenium’ মঞ্চে যে ‘theatre’ হয় তাকে ‘proscenium theatre’ বলে। প্রোসেনিয়াম থিয়েটার এ পৃথিবীর সব দেশের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত থিয়েটার। অনেক দেশেই তাদের নিজস্ব নাট্যাভিনয় পদ্ধতি ছিল ও আছে। কিন্তু খ্রিস্ট-পূর্ব কাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রোসেনিয়াম থিয়েটার নির্দিষ্ট রূপ পায়। ইউরোপের দেশগুলি বিশেষত ইংরেজ এবং ফরাসিরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পৃথিবীর যেসব দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে, সেখানেই তাদের দেশের প্রোসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে গেছে। সেই সব দেশের নিজস্ব নাট্য অভিনয় পদ্ধতি থাকা সত্বেও সেখানে প্রোসেনিয়াম থিয়েটার চালু হয়ে আদৃত হয়েছে।[২] অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে রকম প্রোসেনিয়াম থিয়েটার চালু ছিল, ইংরেজরা সেই থিয়েটারই ভারতে নিয়ে আসে। ফলে ইংরেজদের আনুকূল্যে ও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মডেলে কলকাতায় থিয়েটারের সূত্রপাত।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজেরা প্রথম কলকাতায় থিয়েটার গড়ে তোলে। বেশ কয়েকটি বিদেশী থিয়েটারে নাটক অভিনয় হয়। কলকাতায় প্রথম Old Play House প্রতিষ্ঠিত হয়। The New Play House বা Calcutta Theatre (ক্যালকাটা থিয়েটার) প্রতিষ্ঠার পরে পরে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার, হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, এথেনিয়াম থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, সাসুসি থিয়েটার প্রভৃতি স্থায়ী ও বেশ কয়েকটি অস্থায়ী বিদেশি রঙ্গালয়ে ইংরেজি নাটক অভিনীত হয়। এই বিদেশি রঙ্গালয়ের সঙ্গে একসময় কলকাতার সম্ভ্রান্ত অভিজাত বাবু সম্প্রদায় যোগ দেয়। ফলে বাঙালিদের মধ্যে নাট্য স্পৃহা ও থিয়েটারি বিনোদনের অভিলাষ প্রকাশ পায়। তাঁর ফল স্বরূপ বিভিন্ন শখের নাট্যশালা গড়ে ওঠে কলকাতায়। অবশ্য সখের নাট্যশালার পূর্বে লেবেদেফ ও তাঁর বেঙ্গলি থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

কলকাতায় প্রথম বাঙালি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শখের নাট্যশালা হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১)। প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর। অন্যান্য যে সকল সখের নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল সে গুলি— শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা (১৮৩৫)। নগেন্দ্র ঠাকুরের ওরিয়েন্টাল থিয়েটার (১৮৫৩)। প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। আশুতোষ দেবের(সতুবাবুর) বাড়ির নাট্যশালা। রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা, গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা। চুঁচুড়ার নরোত্তম সালের বাড়ির নাট্যশালা। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চ। পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া নাট্যশালা। রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদের মেট্রোপলিটন থিয়েটার। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি। ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। বহুবাজার রঙ্গালয়। সৌখিন রঙ্গালয়গুলি অভিজাত বাঙালির বাবুদের ইচ্ছে মতো বিনোদনের ব্যবস্থা হয় মাত্র। তবে এই সৌখিন রঙ্গালয়ের সৌজন্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক রচনা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এবং এই সৌখিন রঙ্গালয়ের কারণেই বাঙালি যুব সম্প্রদায় ও নাট্যামোদী বাঙালি নাটক চর্চায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৮৭২ সালে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এই সাধারণ রঙ্গালয়ের কারনে নাটক চর্চার দ্বার উন্মুক্ত হয় সাধারণ মানুষের কাছে। সখের নাট্যশালা সূত্রেই অভিনয় ব্যাপারটা ব্যবসায়িক মূল্য লাভ করে। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়। এই সাধারণ রঙ্গালয়ও একসময় ব্যক্তি মালিকানাধীন হয়ে পড়ে, যে ধারা আজও অব্যাহত। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শ বছর পরেও ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠেছে নানা নাট্যদল ও নাট্যমঞ্চ। যার দ্বারা বাংলা নাটক চর্চার ইতিহাস সচল। সখের রঙ্গালয় সূত্রে মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের মতো প্রতিভাবান নাট্যকারের জন্ম হলেও কোনো সৌখীন রঙ্গালয় এঁদের নাটক বিশেষ অভিনয় করেনি। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মঞ্চাভিনয় শুরু হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। এই ন্যাশনাল থিয়েটার চলতে চলতে একসময় দলের অভ্যন্তরীন বিভেদ

দলের বিভাজনের সূত্রপাত ঘটায়। ফলে সৃষ্টি হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। যেমন পরবর্তীকালে মতাদর্শের অনৈক্যের কারণে গণনাট্য থেকে নবনাট্যের সূত্রপাত। ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয় ১৮৭৩ সালে। ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই ৯ নম্বর বিডন স্ট্রিটে গড়ে ওঠে বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে। আবার ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে গড়ে ওঠে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে। এর পরেই ১৮৭৬-এ নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়। এই আইনের ফলে বাংলা নাটক এবং সাধারণ রঙ্গালয় প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮১ সালে ৬নং বিডনস্ট্রীটে প্রতাপচাঁদ জহুরির উদ্যোগে ন্যাশনাল থিয়েটার গড়ে ওঠে। এখানেই প্রথম টিকিট বিক্রি করে সর্বসাধারণের সামনে অভিনয় শুরু হয়। পরে গড়ে ওঠে বেশ কয়েকটি রঙ্গালয়। যেমন গুর্মুখ রায়ের স্টার থিয়েটার। স্টার থিয়েটার পরে গোপাল শীলের উদ্যোগে এমারেল্ড থিয়েটারে পরিণত হয়। রাজকৃষ্ণ রায় স্থাপন করেন বীণা থিয়েটার। পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। বীণা থিয়েটারে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। স্টার থিয়েটারের মতোই মিনার্ভা থিয়েটার গড়ে তোলেন নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। পরে অরোরা, ক্লাসিক, কোহিনুর, রঙমহল প্রভৃতি গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে সৃষ্টি হয় গণনাট্যের। এই গণনাট্য থেকে আবার সৃষ্টি হয় নবনাট্যের। পরবর্তীকালে বাদল সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠে থার্ড থিয়েটার। এই সময় কলকাতার নানা গ্রুপ থিয়েটার বাংলা নাটক ও মঞ্চাভিনয়ের গতিকে ত্বরান্বিত করে। গড়ে ওঠে বহুরূপী, পি এল টি, নান্দীকার, থিয়েটার ইউনিট, থিয়েটার কমিউন, সংস্তব, বিজন থিয়েটার, সুন্দরম, শতাব্দী প্রভৃতি।

বাংলা নাট্য আন্দোলন আন্দোলনের ধারায় অ্যাবসার্ড নাটক ও থিয়েটার উল্লেখযোগ্য। এই ধারার অন্যতম প্রধান নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি কোনো থিয়েটারের প্রয়োজন মেটাতে নাটক রচনায় হাত দেননি। অবশ্য তাঁর লিখিত নাটক প্রথম পর্যায়ে কোনো থিয়েটার গ্রুপ মঞ্চস্থ করতে সাহস পায়নি। যেমন রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চায়ন ঘটাতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রবীন্দ্র ভাবনার উপযোগী দর্শক তৈরি হতে

সময় লেগেছিল। একইভাবে অ্যাবসার্ড নাটকের দর্শক তৈরিতে সময় লেগেছিল অনেক। 'ওয়েটিং ফর গোডো' ফরাসি ভাষায় ৫ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে প্রথম অভিনয় হয় 'পারির থিয়েতর দ্য ব্যবিলোন'-এ। পরে এর ইংরেজি অনুবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিনীত হয় ১৯৫৫ সালে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত অ্যাবসার্ড নাটক 'ওয়েটিং ফর গোডো' যখন ১৯৫৬ সালের ৩ জানুয়ারি 'মিয়ামি প্লে হাউসে' প্রথম অভিনয় হয়, দর্শক তাতে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিল। পরবর্তী কালে 'ব্রডওয়ে'তে নাটকটির অভিনয় যদিও ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে নাটকটি লন্ডনে বহুদিন ধরে অভিনীত হয়। 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' নামে 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকের বাংলা রূপান্তর করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮০ সালে। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে দীপক মজুমদারের নির্দেশনায় ব্যাঙ্গালোর প্র্যাক্সিস নাট্যগোষ্ঠী গ্রোটোস্কি পদ্ধতিতে অভিনব উপস্থাপন করে। বাংলা অ্যাবসার্ড নাট্যশালার অন্যতম নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে কিভাবে সাড়া ফেলেছিল তার রূপরেখা নিম্নে বিবৃত করা গেল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' ১৯৬৮ সালে অভিনয় হয়। নাটকের প্রকাশকাল ১৯৬৩ । এর সাত বছর পর নাটকের অভিনয় হয়। নাটক প্রকাশের দু'বছর আগেই পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছিলেন নাট্যকার। সে সম্পর্কে অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "সেটা বোধহয় একষট্টি সাল (১৯৬৩) একদিন শুনলাম মোহিত চট্টোপাধ্যায় নান্দীকারে আসবেন নাটক পড়তে। এদিকে একটু আধটু শুনছিলাম অবশ্য যে কবি মোহিত মাঝে মধ্যে নাটক লিখছেন। তাদের নাকি সব অদ্ভুত নাম। নাটকগুলিও নাকি অদ্ভুত। জল্পনা-কল্পনার নিরসন ঘটিয়ে মোহিত নান্দীকারের শ্যামপুরের ঘরে এলেন ও পড়লেন দুটি ছোট নাটক কণ্ঠনালীতে সূর্য ও বৃত্ত। নাটক দুটির কথা আজ আর

মনে নেই। কিন্তু সেই তরুণ নাট্যকারের হাস্যময় বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি মনে আছে।"[৩]

নান্দীকার গোষ্ঠী 'বৃত্ত' (১৯৬৮) নাটকটি প্রযোজনা করলেও প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রযোজনা করতে সাহস পায়নি। ১৯৬৩ সালে 'গন্ধর্ব' নাট্যপত্রে এ নাটকের প্রযোজনার বিজ্ঞাপন প্রকাশ পায়। 'গন্ধর্ব' এর পক্ষ থেকে ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় নাটকটি মঞ্চস্থ করার ভাবেন। গন্ধর্ব নাট্যদল মহলা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করেনি। 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় একাধিক সংখ্যায় নাটকটির মঞ্চস্থ হবার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন নাট্যদল নাটকটি প্রযোজনা করে। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ২১ শে মার্চ ১৯৬৬ সালে শ্যামবাজার স্কোয়ারে। উদ্যোক্তা ছিল আনন্দম। এই নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে গন্ধর্ব নাট্যপত্রের সম্পাদকের নিবেদন ছিল—

"সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এই বাংলা নাটকটির রচয়িতা একজন কবি। গন্ধর্ব এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্বও দিয়েছেন আর একজন কবির ওপর। একটি ভালো কবিতার মতো এই নাটকের পস্টারিটি। ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় 'গন্ধর্ব'র এই নতুন প্রযোজনায় পরস্পরবিরোধী মন্টাজ যোজনার মধ্য দিয়ে অভিনব প্রস্তাব নিরূপণে ব্রতী।"[৪]

ক্লিমেন্স ডেনের অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়—উইল শেকসপিয়র: একটি কল্পনা। অনবদ্য কাব্যনাট্য। ১৯৬৪ সালে শেকসপিয়রের কার্টার সেন্টিনারি উপলক্ষে এ কাব্যনাট্যের মহলা শুরু করে 'নক্ষত্র' নাট্যদল শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায়। ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো ইংরেজি অনুবাদ করার জন্য শ্যামল ঘোষ মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে দিলেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর 'স্মৃতি সত্তা নাট্য' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "মোহিত তখন মুর্শিদাবাদে জঙ্গিপুর কলেজের শিক্ষক। মাত্র পনেরো-কুড়ি দিনের ব্যবধানে ভাষান্তর করে সেই কাব্যনাট্যের অসামান্য ভাষান্তর মোহিত আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে নাটক করতে পারিনি (গন্ধর্ব ও নান্দীকারের চক্রান্তে)।"[৫]

শেষ পর্যন্ত ২৪শে এপ্রিল ১৯৬৪ সালে নান্দীকার এ নাটক অভিনয় করে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের দুর্বল অনুবাদ নিয়ে। অনেক বছর বাদে প্রকাশ্য সভায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত স্বীকার করেন অনুবাদ ও প্রযোজনা অত্যন্ত সাধারণ মানের হয়েছিল। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে কলামন্দিরে প্রথম অভিনয়। প্রযোজনা করে ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার। নির্দেশনা ও আবহে অসিত বসু। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন সমীর রায়চৌধুরী। পোশাক পরিকল্পনায় ছিলেন অপর্ণা সেন। অভিনয় করেন অপর্ণা সেন, অসিত বসু, জগন্নাথ গুহ, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনাদি দাস, সুমেরু রায়চৌধুরী। এই কাব্যনাট্যটি জামশেদপুরের বর্তিক সংস্থার প্রযোজনায় ১৯৭৬ সালের ২০ জুলাই একাডেমিতে অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন প্রদীপ চক্রবর্তী। ১৯৭৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর দেশ পত্রিকায় দেবাশীষ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচনা একটি যাদু আছে (খারাপ অর্থে) এই সংলাপের জাদু গভীর রাতে বৃষ্টি ধারার মতো দর্শক-শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করে প্রচণ্ড করতালি কি শুধুই উল্লাস? মোহিত মায়ের কাছে যখন অদেখা অসহায় আত্মজ, পরাভব মানে তখন সেই করতালি অদৃষ্টের পরিহাস হিসেবে বধির করতে পারত।"[৬]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরবর্তী নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকটি ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে গন্ধর্ব নাট্যপত্রের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একটি বিদেশী গল্পের

ভাবানুবাদ। 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকের প্রথম প্রযোজনা করে চতুর্মুখ নাট্যদল। প্রথম অভিনয় ১৯৬৬ সালের ২০ এপ্রিল। নির্দেশনায় ছিলেন অসীম চক্রবর্তী, মঞ্চসজ্জায় বিনয় চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন ঘড়া। সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অসিত চট্টোপাধ্যায়। আলোক সজ্জায় মাস্টার মুকু। 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকের প্রযোজনা দেখে নিত্যপ্রিয় ঘোষ তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনা করেছিলেন। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই সমালোচনার সদুত্তর দিয়েছিলেন ভদ্র ভাষায়, এ প্রসঙ্গে আশিস গোস্বামী তাঁর 'বাংলা নাট্য সমালোচনা কথা' গ্রন্থে লিখেছেন।

'নীলরঙের ঘোড়া' অভিনয় সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে সীমা মুখোপাধ্যায় বলেছেন —

> "এই নাটকের মূলে যেটা ধরা হয়েছে অভিনয় রিয়ালিস্টিক(Realistic) অ্যাক্টিং(Acting) এ জোর দিয়েছি। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা যেন বাস্তব মনে হয় এদিকে দৃষ্টি রেখেছি। আলো, আবহ, মঞ্চ এর মধ্যে সুররিয়ালিজম(Surrealism) বা পরাবাস্তবকে ধরতে চেয়েছি। কারণ নাটককে দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেট(Communicate) করতে হয়। নাটকটা রিয়ালিস্টিক(Realistic) ভাবে দর্শকের মনে হবে চেনা আবার পাশাপাশি যে পরাবাস্তব বর্তমান, তাতে মানুষ বুঝতে পারবে অবচেতন ছুঁতে ছুঁতে চলেছে এ নাটক। তার ফলে নাটকের মধ্যে যে বাস্তব আর পরাবাস্তব দুই সমান্তরাল রেখা আছে যেটা গিয়ে সেখানে রূপ পায় অর্থাৎ বাস্তব অভিনয় আর দৃশ্য নির্মাণে পরাবাস্তবতা অনুভব করতে সমর্থ হয়।"[৭]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'মৃত্যু সংবাদ'। এর আগে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' ও 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটক দুটি প্রকাশিত হলেও কোনো নাট্যগোষ্ঠী সাহসের সঙ্গে অভিনয় করতে সক্ষম হননি। 'মৃত্যু সংবাদ' ১৯৬৪ সালে নক্ষত্র নাট্যদলের

প্রকাশনায় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ১৯৬৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল দশটায় 'মৃত্যু সংবাদ' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এটি নক্ষত্র নাট্যদলের দ্বিতীয় প্রযোজনা। নির্দেশনায় ছিলেন শ্যামল ঘোষ। প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর দর্শক সমাগম হয় এবং অধিকাংশই ছিলেন কবি ও প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবী। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহ এবং আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অমিতাভ দাশগুপ্তের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়। এ নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকারের অভিমত—

> "আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে লস্টনেস অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতা, ভালোবাসা, আত্মার অভাবগ্রস্ত পিপাসা, বাঁচার উল্লাস ও বেদনা, হত্যা ও আত্মহত্যার কারণ ইত্যাদি বুদ্ধিগত এবং অনুভব প্রধান জিজ্ঞাসা মৃত্যুসংবাদ-এ তীব্রতা লাভ করেছে।"[৮]

এই সময়কার নাট্যসমালোচনা ক্ষেত্রে আশিস গোস্বামী তাঁর 'বাংলা নাটকের সমালোচনা কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

> " বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই সময়ে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল কিমিতিবাদী নাটক নিয়ে। নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'মৃত্যু সংবাদ' এবং 'নীল রঙের ঘোড়া' নাটক দুটির সমালোচনা এই পত্রিকার(থিয়েটার) ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিমিতিবাদী নাটকগুলি বাংলায় নতুন আমদানি এবং দর্শক সমালোচকেরা তাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছেন না অথবা প্রযোজনার মধ্য থেকে যাচ্ছে এক ধরনের দূরত্ব— যে সীমা লঙ্ঘন করতে পারছেন না নাট্যকার–পরিচালক কিংবা দর্শক–সমালোচক।"[৯]

১৯৬৬ সালের ১লা আগস্ট নক্ষত্র গোষ্ঠী প্রযোজিত 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের সমালোচনায় কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন—

“প্রচুর বেলুন বুকে ঝুলিয়ে মৃত্যু সংবাদের সুবোধ চরিত্রটি যখন মঞ্চে আসছে, দর্শক হিসেবে কয়েকটি ক্রমিক অসস্তি তখন মনে মনে তৈরি হতে পারে। অভিনেতা ঐ টলমলে ছোট্ট পরিসর দিয়ে ঠিকমত ঢুকতে পারবেন তো। অতো বেলুন সুদ্ধ? কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চমৎকার চলে এলেন, পরের দৃশ্যে দেখা যাবে তার চেয়েও নিপুণভাবে স্পোর্টস বিজয়ী নায়ককে কাঁধে বয়ে আনছে বড়ো বড়ো এক যুবাদের। দ্বিতীয় ভাবনা, ওগুলি এখন কোন কাজে লাগাবেন পরিচালক। নীরেনকাকুর অনারব্ধ মিশন বিষয়ে তাঁর গম্ভীর উচ্চাশা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শব্দে ফাটে নানা রঙের বেলুন, অতএব একটা উত্তর পাওয়া গেল। কিন্তু এই উত্তর মূল নাটকের কোন কাজে লাগল? তখন দেখা দেয় তিন নম্বর সমস্যা : নাট্যকার যে একটি একটি করে বেলুন ফাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার নায়ককে দিয়ে— তার সঙ্গে এই দৃশ্যরূপের সংগতি তৈরি হবে তো?

নক্ষত্র গোষ্ঠীর ‘মৃত্যুসংবাদ’ অভিনয় শেষ পর্যন্ত এই সংগতির দুর্ভাবনাকে ভিতর থেকে টানতে থাকে বলে মনে হয়। এখানে আছে নাটকের আভ্যন্তরীণ সংগতির সমস্যা। এবং সেই কারণেই হয়তো, নাটকের সঙ্গে অভিনয় ঈষৎ ব্যবধানের সমস্যা। একে বলা হয়েছে কিমিতিনাট্য বা অ্যাবসার্ড ড্রামা। অতএব সংগতি কথাটিকে আর পাঁচটা নাটকের অর্থে নিশ্চয়ই ভাবব না। বরং সেই অর্থে ‘মৃত্যুসংবাদে’র রচনা পরিচালনা আর অভিনয়ে স্বাভাবিকতার চেহারাই বেশি। এতোটাই কেন বেশি, এইটেই বরং অভিযোগ হতে পারে কখনো কখনো। ঘটনায় কয়েকটি চমকপ্রদ মুহূর্ত থাকলেও সত্যিকারের অবিশ্বাস্যতা নেই, কাহিনীর নির্মাণ ও বিন্যাসে (রচনা/ পরিচালনায় একটি ভঙ্গি রাখা

আছে, চরিত্রগুলিও প্রায়শই স্বাভাবিক। নাট্যকারের একটি রচনা থেকে জানতে পারছি এসব তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। কিন্তু কেন এই ইচ্ছে? যদি নাট্যগোষ্ঠী প্রথম বাঙলা অ্যাবসার্ডের কথাই ভাবছিলেন, তাহলে কেন আরও একটু ভেঙে দিলেন না চরিত্র নির্মাণ রীতি, অভিনয় রীতি?"[১০]

প্রায় চার দশক পর বাংলাদেশের ঢাকায় অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার (এ.এল.টি) ২০০০ সালের ১লা মে 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকটি অভিনয় করে। নির্দেশনায় ছিলেন প্রবীর গুহ। অভিনয় করেছেন প্রবীর গুহ, বিশ্বজিৎ, সঞ্জয়, সমাপ্তি, আলপনা।

১৯৬৫ সালে সালে ফ্রানজা কাফকার রচনা অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'মেটা মরফসিস' নামে। কিন্তু এই অনুসৃজন নাটকটি কোথাও অভিনীত হয়নি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৫ সালে লিখেন 'বাইরের দরজা' একাঙ্ক নাটক। নাটকটি মঞ্চ-বেতার দূরদর্শনে প্রচার পায়। পরে ২৭ জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে কমল ঘোষ দস্তিদার ও তড়িৎ চৌধুরীর যুগ্ম নির্দেশনায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনা করে রূপদক্ষ নাট্যগোষ্ঠী। আলোয় ছিলেন এন্টারপ্রাইজ। সঙ্গীতে তড়িৎ চৌধুরী ও নিতাই চক্রবর্তী। রূপসজ্জায় ছিলেন গোপাল হালদার। অভিনয় করেন তড়িৎ চৌধুরী, নিখিল চক্রবর্তী, পবিত্র চক্রবর্তী, বুলু ভট্টাচার্য, শিপ্রা চক্রবর্তী।

১৯৬২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে 'সোনার চাবি' একাঙ্ক নাটক প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনা করে নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী। নির্দেশনায় ছিলেন শ্যামল ঘোষ। অভিনয় করেন কাজল চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ।

১৯৬৭ সালের ২৬ জুলাই শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় মুক্ত অঙ্গন নাট্যমঞ্চে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। অভিনয় করেছেন— মমতা চট্টোপাধ্যায় (শান্তা), শ্যামল বরণ ঘোষ (জমিদার পুত্র), শ্যামল ঘোষ (অফিসার),

মানব মুখোপাধ্যায়(প্রেমিক প্রেত), তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি জিরুদ্যার লেখা 'দ্য এনচ্যান্টেড' নাটকের অনুসৃজন, 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকের দ্বিতীয় পর্ব রূপে পরিচিত এই নাটক। নাটকটির প্রযোজনা প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায়ের স্মরণযোগ্য—

> "নাটক যেখানে কবিতা হয়ে উঠতে চায় এবং কবিতা যেখানে চায় নাটকের অবয়ব, সেই নাতিস্পষ্ট ধূসর সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকা মোহিতের নাটক এই প্রথম প্রযোজনায় উচ্চারণের ভঙ্গি খুঁজে পেল। শ্যামল ঘোষেরও যেটা শক্তির জায়গা অভিনেতা এবং প্রযোজক হিসেবে, সেটা মোহিতের নাটকে পেল সুখপ্রদ অবলম্বন।"[১১]

চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড নাটকের পরবর্তী প্রযোজনা করেন সুহৃদ নাট্যগোষ্ঠী, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। নির্দেশনায় ছিলেন রণজিৎ চক্রবর্তী। অভিনয় করেছিলেন মায়া ঘোষ (শান্তা), রণজিৎ চক্রবর্তী (ইনস্পেক্টর)। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটি মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেন পুরুষোত্তম দর্ভেকর। নাগপুর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন এর প্রযোজনায় প্রথম এই মারাঠি অনুবাদ অভিনীত হয় নাগপুরে। সুহৃদ নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনা প্রসঙ্গে রঙ্গপট নাট্যপত্রে বলা হয়েছে—

> "বর্ধমান চিত্তরঞ্জনের একটি নাট্যদল মোহিতবাবুর পাঁচটা নাটক- 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' (১৯৬৭), দ্বীপের রাজা ১৯৭০), নিশাদ (১৯৬৮), বাইরের দরজা (১৯৬৮), সোনার চাবি (১৯৬৭) প্রযোজনা করছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গ্রাম বাংলায় মোহিত নাট্যের প্রথম ও প্রধান অনুগ্রাহক 'সুহৃদ নাট্যগোষ্ঠী'। এসব নাটকে মায়া ঘোষ এবং রণজিৎ চক্রবর্তী অভিনয় করেন।"[১২]

বিশ শতকের সত্তর দশকের সময়কার বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই সময় বাংলা থিয়েটারের তিনজন ব্যতিক্রমী নাট্যকর্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মনোজ মিত্র। বাদল সরকার এবং মনোজ মিত্র দুজনেই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক প্রযোজনা করেছেন । ১৯৬৭ সালের ৬ আগস্ট মনোজ মিত্রের নির্দেশনায় 'রঙমহলে' অভিনয় হয় 'গন্ধরাজের হাততালি' নাটকটি।

১৯৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর রঙমহলে 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' নাটকটি অভিনীত হয়। প্রযোজনা করে বেহালার অনুকার নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। মঞ্চ পরিচালনা করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। আলোয় তাপস সেন। অভিনয় করেছিলেন মন্দিরা দাস, মায়া ঘোষ, নিশীথ মণ্ডল, অমিয় লাহিড়ী।

১৯৬৮ সালের ৮ নভেম্বর নান্দীকারের প্রযোজনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'বৃত্ত' নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন কেয়া চক্রবর্তী। এই একাঙ্ক নাটকটির মাত্র পাঁচটি প্রদর্শনী হয়। Eugene O'neill এর 'Where the cross is made' অনুসরণে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'বৃত্ত' নামক একাঙ্ক নাটকটি অনুসৃজন করেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে 'থিয়েটার' নাট্যপত্রে শারদ সংখ্যায় 'দ্বীপের রাজা' একাঙ্ক নাটক লেখেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি রচনার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন — আমেরিকার এক দ্বীপে অবতরণ করতে বাধ্য হয় একটি যুদ্ধ বিমান। মার্কিন বিমানে হাইড্রোজেন বোমা মজুত ছিল। যান্ত্রিক বিভ্রাট দূর করে বিমানটি আকাশে উড়ে যায়, দ্বীপে একটি বোমা থেকে যায় । এক বালক পদাঘাত করে সেই বিপদজনক বোমায় প্রবল ঘৃণা ও খেলাচ্ছলে বোমা টায় লাথি মারে পৃথিবীর প্রথম মানুষ। সর্বনাশা অস্ত্রে লাথি মারার স্পর্ধা দেখিয়ে সেই হয়ে ওঠে দ্বীপের রাজা। এই ঘটনা

সম্পূর্ণ সত্য। এই সংবাদ অবলম্বন করেই নাটকটি লিখেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি ১৯৬৯ সালের ৩১ জানুয়ারি প্রথম অভিনয় হয় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। লোকায়ন নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজনা করেছিল। নির্দেশনায় ছিলেন অরুণ রায়। ভূপেন হাজারিকা এই নাটকের সংগীত পরিচালনা করেন। মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন রাজেন তরফদার। অভিনয় করেন অরুণ রায়, সীমা দাস, মায়া ঘোষ, বাদল সেন, অতনু রায়, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়, দীপক চক্রবর্তী। নতুন দলের এটি প্রথম প্রযোজনা। বিশেষ উল্লেখ্য যে আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনে মায়া ঘোষের নাম ছিল না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষাদ' নাটক ১৯৬৮ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর অভিনয় দর্পণ পত্রিকায় [বর্ষ- ১ সংখ্যা - ৩] প্রকাশ পায়। ১৯৬৯ সালে হিন্দিতে 'নিষাদ' নাটক প্রযোজনা করে 'আদাকার' গোষ্ঠী। অনুবাদ ও নির্দেশনা করেন কিষেণ কুমার। ১৯৭৪ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'নিষাদ' নাটকের নামকরণ করেন 'যাদুদণ্ড' এই নাটকে প্রথম অভিনয় হয় ১৭ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, আকাদেমিতে। প্রযোজনা করে থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ (টি. এল. জি.)। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি। নিষাদ নাটকটি ২০০৩ সালের ৬ মার্চ বিজন থিয়েটারে অভিনয় হয়। প্রযোজনায় সংস্কার ভারতী। নির্দেশনায় ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্য।

'পুষ্পক রথ' নাটক জুলাই- আগস্ট মাসে অভিনয় দর্পণ নাটকপত্রে (বর্ষ -১ সংখ্যা- ২) ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় ঋত্বিক ঘটকের সম্পাদনায়। প্রথম অভিনয় হয় শৈল্পিক নাট্যদলের প্রযোজনায়। নির্দেশনায় ও মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন সুরজিৎ ঘোষ। অভিনয় করেছেন- অভিজিৎ বসু, অরুণ মুখোপাধ্যায়, তাপস গুপ্ত, প্রদীপ দাশগুপ্ত, মধুমিতা সেন, শান্তা রায়, সুরজিৎ ঘোষ, স্বপন সেনগুপ্ত।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বাজপাখি' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় অভিনয় দর্পণ পত্রিকায় (বর্ষ -২ সংখ্যা- ৬) ১৯৬৯ সালের মার্চ-এপ্রিল । প্রথম অভিনয় হয় মুক্ত অঙ্গন

মঞ্চে ২রা জুলাই ১৯৭০। প্রযোজনা করে লোকায়ন গোষ্ঠী। নির্দেশনায় ছিলেন অরুণ রায়। পরে থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'বাজপাখি' নাটক প্রথম প্রযোজনা করে ২৫ জুন ১৯৭৯ যোগেশ মাইম আকাদেমিতে। নির্দেশনা দেন রাম মুখোপাধ্যায়। আলো- দুলাল সিনহা। রূপসজ্জায় ছিলেন শান্তি সেন। অভিনয়ে করেছিলেন অঞ্জন দেব, আশিস মুখোপাধ্যায়, কমল মান্না, জয়তী ঘোষ, শিবনাথ চৌধুরী, সুভাষ সরকার। ১৯৮৪ সালে শৈল্পিক প্রযোজনায় সুরজিৎ ঘোষের নির্দেশনায় নাটকটি অভিনয় হয়। সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'নান্দীরঙ্গ' নাট্যদলের প্রযোজনায় ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'বাজপাখি' নাটক অভিনয় হয়। মোট প্রদর্শনী সংখ্যা -২৩।

১৯৭০ এর সেপ্টেম্বরে অভিনয় দর্পণ পত্রিকায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকটি প্রকাশিত হয়। শ্যামল ঘোষের নির্দেশনায় নক্ষত্র গোষ্ঠীর প্রযোজনায় ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭০ 'মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে' এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। মঞ্চ ব্যবস্থায় ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী এবং নবেন্দু সেন। আলোক সজ্জায় ছিলেন স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। সংগীত– মানস মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করেন শ্যামল ঘোষ (ক্যাপ্টেন হুররা), নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (ফান্টুস), অমল চক্রবর্তী (নেবাল অফিসার গুগলু), অমিত দে (সুনীল), নিতাই দে (পাখি বাবু)। 'ক্লাসিক' থিয়েটারের প্রযোজনায় 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটক প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৫ সালে চন্দননগরে। নির্দেশনায় ছিলেন সুচারু দাস। ১৯৭৬ এ 'ক্যাপ্টেন হুররা' প্রযোজনা করে যুবতীর্থ, নির্দেশকের নাম অজ্ঞাত। ১৯৭৭ সালের ২২ শে নভেম্বর নাট্যকার বাদল সরকারের নির্দেশনায় তৃতীয় ধারার নাট আঙ্গিক (থার্ড থিয়েটার) শতাব্দী' প্রযোজনায় থিওলজিক্যাল সোসাইটিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকের অভিনয় হয়। বলাবাহুল্য যে এর আগে পর্যন্ত উৎপল দত্ত এবং মনোজ মিত্র মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটকের প্রযোজনা করেছেন। বাদল সরকারও এই দলে যোগ দিলেন, তিনি ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের প্রযোজনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র এবং বাদল সরকার তিনজনই বাংলার ব্যস্ততম এবং বিশিষ্ট নাট্যকার।

তিনজনের রচনাশৈলী, নাট্য ভাবনা এবং বিষয় ভাবনা সম্পূর্ণ আলাদা। নাট্যক্ষেত্রে এরকম বন্ধন প্রশংসনীয়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব কোন নাট্যদল ছিল না। থাকলে অবশ্যই তিনি মনোজ মিত্র এবং বাদল সরকারের নাটকের প্রযোজনা করতেন বলে খবর পাওয়া যেত।

১৯৭০ সালের বহুরূপী নাট্যপত্রে (সংখ্যা-৩) সেপ্টেম্বরের বিশেষ নাটক সংখ্যায় 'গিনিপিগ' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়। 'গিনিপিগ' নাটকের নতুন নাম 'রাজরক্ত' রাখেন অশোক মুখোপাধ্যায়। 'রাজরক্ত' নাটক প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> "উনিশশো সত্তরের শেষ দিকে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটল। তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপ কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দলের কর্মী সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মান। পুরনো প্রযোজনাগুলি বন্ধ। ভালো নতুন নাটক চাই অথচ তাতে চরিত্র বেশি থাকলে চলবে না। সবার মন খারাপ।
>
> [বহুরূপী'-তে 'গিনিপিগ' পড়ার] পরের দিন সকালে দুজনে (বিভাস চক্রবর্তী- অশোক মুখোপাধ্যায়) সোজা চলে গেলাম সিঁথিতে। মোহিতের বাড়ি। দরজা খুললেন মোহিত। পেলাম অনুমতি। উষ্ণতা, চা, খাবার, গল্প। ওই এক সকালে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও কাজের সম্পর্ক শুরু হয়ে গেল। সেই উনিশশো সত্তর থেকে আজ উনিশশো নব্বই।... এই প্রযোজনার সাফল্যে থিয়েটার ওয়ার্কশপ সাবালক হয়েছে।... বিভাস নির্দেশক হিসেবে প্রবলভাবে অ্যারাইভড করেছে। আমার অভিনয়ে হাতে খড়ি হয়েছে।... বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনা নৈপুণ্যে রাজরক্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়কেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।"[১৩]

যেদিন বিভাস চক্রবর্তী এবং অশোক মুখোপাধ্যায় সিঁথির বাড়িতে গিয়ে 'রাজরক্ত' অভিনয়ের অনুমতি আদায় করেন সেদিন বিকেলেই শ্যামল ঘোষ একই নাটকের দাবি নিয়ে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। নাটককার সবিনয়ে তাঁর অনুরোধ রাখতে না পারার কথা জানান । হতাশ হয়ে ফিরলেন। শ্যামল ঘোষ অনুমতি পেলেন 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটক অভিনয় করবার।

> "১৯৭১ নক্সাল আন্দোলন রক্তাক্ত সত্তর দশক। 'রাজরক্ত' নাটকে বিদ্রোহী যুব সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মোহিত বলতে চেয়েছিলেন ক্ষমতার হাতে মানুষ গিনিপিগ। বিভাস চক্রবর্তী দেখালে গিনিপিগও একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। প্রতিশোধ চায়, রাজরক্ত চায়, প্রচুর পরিবর্তন হলো তর্ক বিতর্ক- মন খারাপ- যুক্তি। নাট্যকার হাসি মুখে সম্মতি দিলেন।"[১৪]

চার চরিত্রের এই নাটক 'রঙ্গন' থিয়েটারে ২৫ শে জানুয়ারি ১৯৭১ সালে প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনা করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ। নির্দেশনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। অভিনয় করেন অশোক মুখোপাধ্যায় (রাজা সাহেব), বিভাস চক্রবর্তী (রাজার সহচর), মায়া ঘোষ (প্রেমিকা), সত্যেন মিত্র (প্রেমিক ও বিদ্রোহী), মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্ট নাটকগুলির মধ্যে 'রাজরক্ত' নাটকের সর্বাধিক প্রদর্শনী হয়। মোট প্রদর্শনী সংখ্যা- ২১৯।

১৯৭১ সালের ২২ শে এপ্রিল দক্ষিণেশ্বর অফিস মাঠে 'সৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র' গিনিপিগ নাটকের প্রথম অভিনয় করে। গৌতম মুখোপাধ্যায় নির্দেশনায় ছিলেন। অভিনয় করেন অলক ভট্টাচার্য, গৌতম মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গড়া, মন্দিরা ভট্টাচার্য। এই নাটকের মাত্র দুটি প্রদর্শনী হয়।

'গিনিপিগ' নাটকের হিন্দি অনুবাদ করেন সান্ত্বনা নিগম। অভিনয় হয় দিল্লিতে 'অভিযান' থিয়েটারের প্রযোজনায়। নির্দেশনায় রাজিন্দর নাথ। উল্লেখ্য কলকাতার পদাতিক

প্রযোজনায়ও নির্দেশক ছিলেন রাজিন্দর নাথ। ১৯৭৩ সালে 'রাজরক্ত' নাটকের হিন্দি অনুবাদ ও নির্দেশনা করেন সত্যদেব দুবে। অভিনয় হয় মুম্বাইয়ে। প্রযোজনা করে থিয়েটার ইউনিট, মুম্বাই। হিন্দিতে 'পদাতিক' প্রযোজনায় শ্যামানন্দ জালানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে 'রাজরক্ত' অভিনয় হয়। হিন্দিতে রাজরক্ত নাটকের আরও একটি অভিনয় হয় ১৯৭৩ সালে 'অনাগত' সংস্থার প্রযোজনায়, পারভেজ আক্তারের নির্দেশনায়। এছাড়াও 'নাগরী' নাট্যমণ্ডলীর প্রযোজনায় রাজেন্দ্র উপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্র গৌতমের নির্দেশনায় অজ্ঞাত কোন সংস্থার প্রযোজনায় হিন্দিতে 'গিনিপিগ' অভিনীত হয়। শুধু হিন্দীতে নয় 'রাজরক্ত' নাটকের 'গিনিপিগ' নামে অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেন দিলীপ শর্মা। অসমীয়া অনুবাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮১ সালে। প্রযোজনায় ছিল আসামের 'ভাবীকাল' নাট্যদল।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে 'উইল সেক্সপিয়ার' অনুসৃজন নাটকটি অভিনয় প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ক্লেমেন্স ডেন-এর কাব্যনাট্যের অনুবাদ করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ক্যালকাটা পিপলস আর্ট থিয়েটার নাটকটি প্রথম প্রযোজনা করে ১৯৭১ সালে। নির্দেশনা ও আবহ অসিত বসু। মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন সুবীর রায় চৌধুরী ।পোশাক পরিকল্পনা করেন অপর্ণা সেন। অভিনয়ে ছিলেন অপর্ণা সেন, অসিত বসু, জগন্নাথ গুহ, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সোহাগ সেন, ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অনাদি বসু, সুমেরু রায়চৌধুরী।

১৯৭৪ সালে প্রথম চৌধুরীর 'রাম ও শ্যাম' গল্পের নাট্যরূপ দেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'স্বদেশী ন সা নামে। 'স্বদেশী ন সা' নাটকটি রবীন্দ্র সদনে ১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর প্রথম অভিনয় হয়। থিয়েটার কমিউন প্রযোজনা করে। নির্দেশনা দেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। বিশেষ উল্লেখ্য যে ১৯৭৭ সালে 'সমীক্ষণ' নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা পঙ্কজ মুন্সি। ১৩/১ মনীন্দ্র মিত্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯। প্রধান উপদেষ্টামণ্ডলী ছিলেন

মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দত্ত, রজত নন্দী, গৌর করে, অনিলবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণব্রত চন্দ। 'সমীক্ষণ' নাট্যদলের প্রথম প্রযোজনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী নক্সা' নাটকটি। এই সমীক্ষণ দলই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বেশি নাটক প্রযোজনা করে। যে সকল নতুন নাট্যদলগুলির উদ্বোধন মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেগুলি হল - লোকায়ন (দ্বীপের রাজা,১৯৬৯), সমীক্ষণ (স্বদেশী নক্সা, ১৯৭৮), প্লে মেকার্স (শমীবৃক্ষ, ১৯৯৩), রঙ্গপট (সোনার চাবি, ২০০৪)। পঙ্কজ মুন্সির নির্দেশনায় 'সমীক্ষণ' নাট্যদল 'স্বদেশী নক্সা' নাটকটি শিশির মঞ্চে প্রথম প্রযোজনা করে ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে । সংগীত পরিচালনা করেন প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং দেবাশীষ দাশগুপ্ত। আলো কনিষ্ক সেন। মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন দেবাশিস মজুমদার। অভিনয় করেন গোবিন্দ গাঙ্গুলি, তন্ময় সেন, তরুণ ঘটক, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শূদ্রক রচিত সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৪ সালে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত নাটকটি ১৮৯৯ সালে অভিনীত হয়। প্রায় শতবর্ষ পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের পুনর্লিখন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৫ সালে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখিত নাটকটি শিশির মঞ্চে অভিনীত হয় ১৯৯০ সালের ২৬ ডিসেম্বর । প্রযোজনা করে সমীক্ষণ নাট্যদল। নির্দেশনা দেন পঙ্কজ মুন্সি। পুনর্লিখিত বাংলা 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের হিন্দি অনুবাদ প্রযোজনা করে দিল্লির 'অভিযান' নাট্য দল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ লিখিত 'আলিবাবা' নাটকের পুনর্লিখন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪ সালে। 'আলিবাবা'র মহলা শুরু করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ ১৯৭৫ সালে। রিহার্সাল হয় গোলপার্কের কাছে। নির্দেশক ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। অভিনয় করেন অশোক মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের

আয়োজন বাতিল হয়। প্রায় চৌদ্দ বছর প্রতীক্ষার পর ১৯৮৮ সালে ২৩ নভেম্বর থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় আকাদেমিতে 'আলিবাবা'র প্রথম অভিনয় হয়। নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন অশোক মুখোপাধ্যায়। আলোয় তাপস সেন, সংগীতে ছিলেন দেবাশীষ দাশগুপ্ত। রূপসজ্জায় শক্তি সেন, শিল্প- রঘুনাথ গোস্বামী। নামাঙ্কন করেন প্রণবেশ মাইতি। অভিনয় করেন অশোক মুখোপাধ্যায় (কাসিম), কমল মান্না (দস্যু সর্দার), দেবপ্রতিম দাশগুপ্ত (আবদল্লা), দেবশ্রী দাসগুপ্ত (মার্জিনা)। ১৯৮৯ সালের ১২ ই আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় রঙিন আলিবাবার সমালোচনা হয়—

> "এই সময়ে বসে সেই সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতার করেছেন তিনি (মোহিত চট্টোপাধ্যায়) সামাজিক রাজনৈতিক স্তরে দস্যুদলের অবস্থান নিয়ে তাত্ত্বিক সমস্যা তাঁকেও পীড়িত করেছে। নাটকত্বের প্রলোভন থেকে সমকালীনতার ধারাভাষ্যের নবীন বিন্যাসে উত্তীর্ণ করে দেওয়া সম্পূর্ণ সফল হয়নি। 'রঙিন' শব্দটির সচেতন প্রয়োগই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে।"[১৫]

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নতুন নাটক 'মহাকালীর বাচ্চা' প্রকাশিত হয়। নাটকটি পড়ার পর উৎপল দত্ত পি. এল. টি. এর পক্ষে প্রযোজনা করতে চান। কিন্তু ততদিনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার ওয়ার্কশপকে অভিনয় করার অনুমতি দিয়েছেন। 'মহাকালীর বাচ্চা' নাটকের শিশির মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৮ সালের ২১ জুলাই। প্রযোজনা করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ। নির্দেশনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। আলোর দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন। সংগীতে দেবাশীষ দাশগুপ্ত। ১৯৮৮ সালে 'অঙ্কুর' প্রযোজনায় সালকিয়া হাওড়ায় 'মহাকালীর বাচ্চা' নাটক অভিনীত হয়।

১৯৭৮ সালে থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকায় মাছি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই একাঙ্ক নাটকটি বেতার মঞ্চে প্রযোজিত হয়।

১৯৭৮ সালে মোহিত নাট্যবিজ্ঞাপনে যে সকল নাটকের নাম ছিল তার তালিকা ছিল এরকম — 'ক্যাপ্টেন হুররা' , সমীক্ষণ নাট্যদল, নির্দেশনায় ছিলেন দিয়ে দিলীপ ঘোষ। 'বাজপাখি' প্রযোজনা করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন রাম মুখোপাধ্যায়। 'মহাকালীর বাচ্চা' প্রযোজনা করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল। নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। 'রাজরক্ত' প্রযোজনা করে থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদল । নির্দেশনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। 'স্বদেশি ন সা' প্রযোজনা করে সমীক্ষণ নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি।

১৯৭৭ সালে থিয়েটার বুলেটিন নাট্যপত্রে প্রেমচন্দের হিন্দি গল্প 'ইস্তিফা'র বাংলা একাঙ্ক নাট্যরূপ 'লাঠি' প্রকাশিত হয়। নাট্যরূপ দিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৮০ সালে বাংলা একাঙ্কিকা 'লাঠি'র হিন্দি অনুবাদ ও নির্দেশনায় ছিলেন বাববু শর্মা। শিশির মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়১৯৮০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। প্রযোজনা করে রঙ্গবাণী থিয়েটার ইউনিট। ২রা জুলাই বিজন থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় 'লাঠি' একাঙ্ক নাটক হয়। নির্দেশনায় ছিলেন মুখোপাধ্যায়। আলোয় জয় সেন। মঞ্চ পরিবেশনায় ছিলেন কমল মান্না এবং বিদ্যুৎ গোস্বামী। রূপসজ্জায় সুদীপ্ত বসু। অভিনয় করেন অমিয় মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা পাল, অশোক মুখোপাধ্যায়, কমল মান্না, সনৎ চন্দ্র, পাপড়ি বসু, আশিস মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৯৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর বীরভূমের 'আনন' থিয়েটারের প্রযোজনায় জেলা পরিষদ হলে 'লাঠি' নাটক অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন পীযুষ দে । মঞ্চ পরিবেশনায় উজ্জল হক। আলোয় বিকাশ চৌধুরী। সংগীতে অমিত মিত্র। পোশাক– তরুণ সেনগুপ্ত। অভিনয়ে ছিলেন স্বপন রায়, চয়নিকা চৌধুরী, শুক্লা মিত্র, বাবুন চক্রবর্তী, উত্তম চট্টোপাধ্যায়,

হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ চৌধুরী। এছাড়া ১৯৯৩ সালে গোবরডাঙ্গা 'রূপান্তর' নাট্যদলের প্রযোজনায় প্রদীপ রায় চৌধুরীর নির্দেশনায় লাঠি একাঙ্কিকাটি অভিনীত হয়। এই একাঙ্ক নাটকের শিল্পীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। আশিস পাল শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শিরোপা লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান গীতশ্রী চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে নির্বাচিত হয় লাঠি নাটকটি। ১৯৯৭ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর গোবরডাঙ্গার 'রূপান্তর' নাট্যদলের প্রযোজনায় প্রদীপ রায় চৌধুরীর নির্দেশনায় 'লাঠি' নাটকটি আবার অভিনয় হয়।

ব্রের্টোল্ড ব্রেখট লিখিত জার্মান নাটকের ইংরেজি অনুবাদ 'ডেসমন্ড আই ভেসি'। এই ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'গালিলেওর জীবন' নামে। নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৮ নভেম্বর ১৯৮০ সালে আকাদেমিতে। প্রযোজনা করে কলকাতা নাট্যকেন্দ্র। নির্দেশনায় ছিলেন ফিৎস ভেনেভিৎস। অভিনয় করেন শম্ভু মিত্র (গালিলেও), শাঁওলি মিত্র (ভার্জিনিয়া) অশোক মুখোপাধ্যায় (পোপ), জোছন দস্তিদার (সিনর ভান্নি), দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় (বড় আন্দ্রেয়া) বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী (বৃদ্ধ কার্ডিনাল), বিভাস চক্রবর্তী (সাগ্রেদো), রাম মুখোপাধ্যায় (লুডোভিকো) রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (কার্ডিনাল ইনকুইজিটর), সাথীলেখা চট্টোপাধ্যায় (সিনোরা সার্তি), নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত (ফেদার জানি), অরুণ মুখোপাধ্যায় (সিনর ভান্নি দ্বিতীয়), শম্ভু মিত্রের সঙ্গে নান্দীকার থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চার্বাক, শূদ্রক- এর সদস্য শিল্পীবৃন্দ এবং নিজ কন্যা শাঁওলি মিত্রও অভিনয় করেন। শম্ভু মিত্রকে দেখতে প্রবল ভিড় হয় ম্যাগসায়সায় পুরস্কার পাবার পর দর্শক মহলে হঠাৎ শম্ভু মিত্রকে নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বালুরঘাটে গালিলেও (১৯৭৮) করেন হরিপদ মুখোপাধ্যায়। এই নাটকের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন ঋত্বিক ঘটক। এশিয়ায় প্রথম গালিলেও সাজেন অবন্তীকুমার সান্যাল (১৯৬৪), সর্বশেষ অঞ্জন দত্ত (২০১২)। অনেকের মতে ছয় জন গালিলেওর মধ্যে অমর গাঙ্গুলী অনন্য। কিন্তু রঙ্গপট নাট্যপত্রের সম্পাদক তপনজ্যোতি দাসের মতে শম্ভু মিত্র ও কুমার রায় শ্রেষ্ঠ। একসময়

গালিলেও নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করে একটা প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল। এই সম্পর্কে রঙ্গপট নাট্যপত্রে বলা হয়েছে —

> "এ যেন অভিনয়ের প্রতিযোগিতা। শম্ভু মিত্রের ভাষায় 'অষ্ট বজ্র সম্মেলন'। শম্ভু মিত্রকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা। গুরু ভার্সেস শিষ্য মহাযুদ্ধ। যেমনটা হয়েছিল গুরু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমৃতলাল মিত্রের লড়াই, 'প্রফুল্ল'র যোগেশ নিয়ে। গিরিশচন্দ্র ভার্সেস অমরেন্দ্রনাথ 'সীতারাম' নিয়ে– এবার বহুরূপীর গুরু শম্ভু মিত্র ভার্সেস বহুরূপীর শিষ্যদের। একই মঞ্চে অল্পদিনের ব্যবধানে দুইজন গালিলেও। শম্ভু মিত্র এবং অমর গাঙ্গুলী (পরে কুমার রায়) কলকাতা সরগরম।"[১৬]

'গালিলেওর জীবন' নাটকের বিজ্ঞাপনে ১৮ নভেম্বর থেকে ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ৩০ নভেম্বর আকাডেমি এবং ইউনিট ইনস্টিটিউট-এ হাউসফুল ছিল। এছাড়াও ছিল পঞ্চাশ শতাংশ টিকিট বিক্রয়ের জন্য মাথাপিছু চারটি টিকিট অতিরিক্ত। 'গালিলেওর জীবন' নাটকের বঙ্গানুবাদ নিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ক্ষোভ, অপমান, অসস্তি সম্পর্কে বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন—

> "জন উইলেট সম্পাদিত ব্রেখট নাট্য সংকলনের ডেসমণ্ড আইভেসি কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে মোহিত বঙ্গানুবাদ শুরু করলেন।... নিয়মিত রিহার্সাল শুরুর আগে মোহিতের নাট্য পাঠটি খানিকটা করে শোনানো হত শম্ভুদাকে। কিছু কিছু জায়গায় শম্ভুদা গালিলেওর কতকগুলি সংলাপ একটু অন্য রকম করে লিখতে বলতেন মোহিতকে। তার নোট নিত চেতনার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। কিন্তু মোহিত ওই পাঁচ পাতার নোট এবং ইংরেজি নাটক নিয়ে বসলেন মিলিয়ে দেখার জন্য।

মোহিতের কথায় 'সব অপমান, ক্ষোভ, অসস্তি দূর হয়ে আমার মনটা হালকা হয়ে গেল। মনে হল এরকমটাই তো হওয়া উচিত।"[১৭]

'কানামাছি' খেলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় আকাদেমিতে, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩। এটা ছিল সমীক্ষণ নাট্য দলের তৃতীয় প্রযোজনা। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি। মঞ্চ পরিবেশনায় রঘুনাথ গোস্বামী। সংগীতে দেবাশীষ দাশগুপ্ত। 'কানামাছি' নাটক নিয়ে মেদিনীপুর তমলুক শহরে বহুব্রীহি প্রযোজনায় ৪ ঠা জুন অভিনয় হয়। নির্দেশনা দেন উত্তম পট্টনায়ক।

সুরজিৎ ঘোষের নির্দেশনায় শৈল্পিক প্রযোজনায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বাজপাখি' একাঙ্ক নাটক অভিনয় হয় ১৯৮৪ সালে। এছাড়া সোমনাথ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'নান্দীরঙ্গ' নাট্যদলের প্রযোজনায় ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'বাজপাখি' নাটকটি অভিনয় হয়। মোট প্রদর্শনী সংখ্য ২৩।

১৯৮৪ সালে 'গণকৃষ্টি' প্রযোজনায় অমিতাভ দত্তের নির্দেশনায় বিজয় থিয়েটারে 'নোনাজল' নাটক প্রথম অভিনয় হয়। আলোক সজ্জায় ছিলেন সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। সংগীতে প্রদীপ ভৌমিক। মঞ্চ এবং রূপসজ্জায় ছিলেন তাপস মিত্র। অভিনয় করেন অঞ্জনা বসু, অমিতাভ দত্ত, কাজলি মজুমদার, জয়ন্ত ঘোষ, তাপস তলাপাত্র, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত গুহ, স্বর্ণেন্দু সেন। ১৯৮৭ সালে 'নোনাজল' নাটকের হিন্দি অনুবাদ 'খরাপানি' প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনায় ছিল দিল্লির অভিজান নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন রাজিন্দর নাথ। ১৯৮৭ সালে ১১ ই জুলাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার হিসেবে সত্যেন মিত্র পুরস্কার পান মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৯২ সালের ৬ আগস্ট আকাদেমিতে 'সমকালীন শিল্পীদল'এর প্রযোজনায় নোনাজল নাটকটি অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন অম্বর রায়। মঞ্চ পরিকল্পনা করেন স্বপন দাস। আলোয় নিখিল দেখলো। সংগীতে বিদ্যুৎ দাস। ধ্বনি সুব্রত

ভাবা। অভিনয়ে ছিলেন পার্থসারথি দেব, কাজল চৌধুরী, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, সুব্রত ঘোষ, মলি রায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, পাপিয়া দে, অম্বর রায়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'তৃতীয় নয়ন' নামক একাঙ্ক নাটকের প্রথম প্রযোজনা করে থিয়েটার কমিউন নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় রাজশেখর বসুর গল্পের নাট্যরূপ দেন 'যশোবতী' নামে। নাটকটি প্রথম অভিনয় করে থিয়েটার কমিউন নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

১৯৮৬ সালে 'Fairy Tales from India'র একটি লোককথার ছায়া অবলম্বনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তোতারাম' নাটক রচনা করেন। নাটকটি দুর্গাপুরে প্রথম অভিনয় হয় ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। এটা ছিল 'সমীক্ষণ' নাট্যদলের চতুর্থ প্রযোজনা। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোক্রাতেস' নাটকটি ১৯৮৯ সালের ২৪ শে অক্টোবর নক্ষত্র নাট্যদলের প্রযোজনায় গিরিশ মঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন শ্যামল ঘোষ। আলোক সজ্জায় ছিলেন তাপস সেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন মুরারি রায়চৌধুরী। মঞ্চ ও পোশাক সজ্জায় ছিলেন নবেন্দু সেন। সোক্রাতেসের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্যামল ঘোষ। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন দীপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভ গুপ্ত ভায়া, ফাল্গুনী সান্যাল, সঞ্জীব রায়, বাদশা মৈত্র, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ও শর্মিষ্ঠা ঘোষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ বছরেই সোক্রাতেসকে নিয়ে আরও দুটি নাটক শুরু হয়। শক্তিনাথ ভট্টাচার্যের 'সক্রেটিস', প্রযোজনা করে বহরমপুরের 'ছান্দিক' নাট্যদল। অপরদিকে শিশির কুমার দাশ এর সক্রেটিসের জবানবন্দী প্রযোজনা করে সংশ্রব পরে ২০০৮ সালে শিশির কুমার দাশের 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' প্রযোজনা করে 'সংস্তব' নাট্যদল। পর ও মোহিত

চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'সোক্রাতেস' অবলম্বনে এবং 'সক্রেটিস' নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়। ১২ জানুয়ারি রামগোপাল মঞ্চে প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন অর্ণ মুখোপাধ্যায়।

১৯৮৯ সালের ৩১ শে জুলাই আকাদেমিতে সংস্তব প্রযোজনায় 'নাক' ও 'কল্পমন' দুটি এখাঙ্কার নাটক একসঙ্গে অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৮৯ সালের এপ্রিলে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'সংস্তব' প্রযোজনায় একাডেমিতে মল্লভূমি নাটকটি অভিনয় হয়। নাটকটি রচনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্চ ও আলোসজ্জায় ছিলেন অমর দাস, আশিস গুপ্ত, কাজল সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর 'বমন' নাটকের প্রযোজনা করে শৈল্পিক সংস্থা, হাওড়ার ভোলগিরি নাট্যমন্দির, নির্দেশনায় ছিলেন সত্যপ্রিয় সরকার।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'সুন্দর' নাটকের প্রথম প্রযোজনা করে 'সংস্তব' নাট্যদল ১৯৯১ সালে ২ ডিসেম্বর। অভিনীত হয় গিরিশ মঞ্চে। নির্দেশনায় ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ পরিচালনা করেন তড়িৎ চৌধুরী। আলোয় বাদল দাস। সঙ্গীতে মুরারি রায়চৌধুরী। অভিনয় করেন তড়িৎ চৌধুরী, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সেনগুপ্ত, পৃথা গোস্বামী, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, সুনিতা সিংহ।

'বীণা' থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য রাজকৃষ্ণ রায় 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র' নাটকটি লেখেন ১৮৮৯ সালে। অভিনয় হয় ২৯ নভেম্বর। প্রায় শতবর্ষ পর এই নাটকের পুনর্লিখন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র সদনে প্রথম অভিনয় হয় ১৯৯২ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর। প্রযোজনা করে 'সমীক্ষণ' নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন পঙ্কজ মুন্সি। সঙ্গীত পরিচালনা

করেন অশোক নারায়ণ। আলোক সজ্জায় ছিলেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। রূপ সজ্জায় রনজিৎ চক্রবর্তী। মঞ্চ পরিচালনা করেন সুদীপ্তকুমার বসু।

'তখন বিকেল' নাটকটি প্রথম প্রযোজনা করে 'গান্ধার' নাট্যদল। প্রথম অভিনয় হয় আকাদেমিতে ১৯৯২ সালের ১৭ এপ্রিল। নির্দেশনা দিয়েছেন অসিত মুখোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়। রাশিয়ান নাট্যকার Alexey Arbuzov এর Old World নাটকের অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তখন বিকেল' নামে। নাটকটির মাত্র দুটি চরিত্র অসিত মুখোপাধ্যায় (ডা. পার্থ সান্যাল) এবং শিপ্রা মাইতি (উমা রায়)। মঞ্চ পরিবেশনায় ছিলেন খালেদ চৌধুরী। আলোয় তাপস সেন। নৃত্য পরিচালনা করেন বব দাস। সংগীতে মুরারি রায়চৌধুরী। রূপসজ্জায় অমর দাস। 'তখন বিকেল' নাটকের সমালোচনায় বনলতা বসু প্রতিদিন পত্রিকায় (১ অক্টোবর অক্টোবর ১৯৯২) বলেন —

> "উনষাট বছরের প্রৌঢ় বিপত্নীক ডাক্তার পার্থ সান্যালের স্যানাটোরিয়ামে রোগিনী হয়ে আসেন প্রায় পঞ্চাশের বিবাহ বিচ্ছিন্ন, সন্তান হারা উমা রায়। ... উমা চলে গিয়েও কিন্তু ফিরে আসেন পার্থর বাড়িতে মিলিত জীবন-যাপনের সিদ্ধান্তে।"[১৮]

'তখন বিকেল' নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় (১ অক্টোবর ১৯৯২) পবিত্র সরকার সমালোচনা করেন —

> "এ গল্পে বিদেশী ভাব ঢাকা খুব মুশকিল... রূপান্তরকারী মোহিত বোধ হয় মনে রাখেনি যে হার্টের রোগী সরবিট্রেট হাতের কাছে রাখা ডাক্তারের অত কফি খাওয়া ভালো নয়। তবু যে এ নাটক এমন উতরে গেছে তার আছে অসিত মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়।"[১৯]

অপরদিকে এই একই নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে সুরজিৎ ঘোষ দেশ পত্রিকায় (৩ অক্টোবর ১৯৯২) সমালোচলায় লেখেন —

> "বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিল না। আমরা হাঁটছিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'র কবি ভাস্কর চক্রবর্তী।... সেই মোহিতদা। মনে আছে 'শবাধারে জোৎস্না'র কবিতা গুলোর কথা।... মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য কৌতুক মেশানো সংলাপে বাংলা নাটক মুগ্ধ হয়ে আছে দীর্ঘকাল।" [২০]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জোছনা কুমারী উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি ১৯৯২ সালের ১৪ নভেম্বর বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় 'অন্য থিয়েটার' প্রযোজনায় প্রথম অভিনয় হয়। আলোয় তাপস সেন। সংগীতে দিনেন্দ্র চৌধুরী। মঞ্চ পরিবেশনায় রনজিৎ চক্রবর্তী। মঞ্চ উপদেষ্টা সুরেশ দত্ত ও গৌতম বসু। এ নাটকে অভিনয় করেন অনীতা মল্লিক, কিরীটি কাঞ্জিলাল, কৃষ্ণা দত্ত, জয়দীপ মৈত্র, পার্থসারথি চক্রবর্তী, বিমল চক্রবর্তী, রনজিৎ চক্রবর্তী, সনৎ চন্দ্র, সুদীপ্ত কুমার বসু প্রত্যেকেই চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

১৯৯৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি গিরিশ মঞ্চে 'প্লে মেকার্স' নাট্যদলের প্রযোজনায় (নতুন দলের প্রথম প্রযোজনা) পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে 'শমীবৃক্ষ' নাটকটি অভিনীত হয়। মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন রঞ্জিত চক্রবর্তী। অভিনয় করেছিলেন পাপড়ি বসু, শুভ্রা মুখোপাধ্যায়, রাম মুখোপাধ্যায় (অবিনাশ) প্রবালকান্তি ঘোষ, দেবযানি মিত্র, রনিতা দাস, প্রদীপ মৌলিক, সুজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশেষ উল্লেখ্য যে, থিয়েটার ওয়ার্কশপের সদস্য শিল্পী রাম মুখোপাধ্যায় ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে 'প্লে মেকার্স' নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের পরবর্তী প্রযোজনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'গজানন চরিতমানস', 'বিপন্ন বিস্ময়', 'অক্টোপাস লিমিটেড' নাটকগুলো।

'মুষ্ঠিযোগ' নাটকটি শিশির মঞ্চে প্রথম অভিনয় ১৯৯৩ সালের ২২ এপ্রিল। প্রযোজনা করে 'সংস্তব' নাট্যদল। নির্দেশনা দেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ সজ্জার দায়িত্বে ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী। আবহে অরুণ মুখোপাধ্যায়। কারুকৃতি– তড়িৎ চৌধুরী। আলোয় বাদল দাস। অভিনয় করেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়(তদুপরি), স্বপন রায় (জগা মিত্তির), পৃথা গোস্বামী (পার্কের মহিলা)। ভীতু মানুষের জেগে ওঠার গল্প এই নাটকের রয়েছে। একটা অলীক অবাস্তব গল্প। মূল কথা ঘুরে দাঁড়ানো, রুখে দাঁড়ানো। সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনা আর অমানুষিক অত্যাচার সইতে সইতে নুইয়ে ভেঙে পড়েছে মানুষ। দরকার একবার শুধু প্রতিবাদী হয়ে ওঠা। সেই শুরুটাই আসল সত্য। প্রতিটি মানুষের ঘুমন্ত অস্তিত্বে রয়েছে সেই শক্তি। জেগে ওঠার অদম্য ইচ্ছা। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও অভিনয় দীপ্তিতে, মঞ্চ-আবহ-আলোর ত্রিমুখী বৈভবে এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আশ্চর্য রচনা সৌকর্যে এ নাটকের ৫৪২ তম প্রদর্শনী মঞ্চস্থ হয় ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মঞ্চ সাজানো হয় মুষ্টিযুদ্ধের এরিনা ভাবনায়। খুঁটি, দড়ি, ফ্লোরোসেন্ট আলো। লড়াই কিন্তু চলে না। আমাদের মনে পড়ে চার্লি চ্যাপলিনের সেই অদম্য মুষ্টিযুদ্ধ। ইচ্ছা শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন ঘটে যায় বারবার। অধ্যাপক পবিত্র সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৭ আগস্ট ১৯৯৩) 'মুষ্ঠিযোগ' নাটক সম্পর্কে সমালোচনায় লিখেছেন—

> "মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মুষ্ঠিযোগ' নাটকটিতে চেখভের চেয়ে চ্যাপলিনের ছাপ বেশি ছিল।... মুষ্টিযোগ 'ঠ' কেন হল তা নিয়ে একটু খটকা লাগে। কথাটা 'মুষ্টি' তবু 'ষ্ঠ' না হলে ঘুসিতে যথেষ্ঠ জোর হয় না- নাট্যকার কি তাই বোঝাতে চেয়েছেন?"[২১]

১৯৯৩ সালে ৮ অক্টোবর বিশিষ্ট অভিনেত্রী মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন। নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শুক্লা চট্টোপাধ্যায়ের দিদি। পরবর্তীকালে মমতা

চট্টপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সি-৩০/৪ কালিন্দী এস্টেট, কলকাতা ৭০০০০৯ মমতা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করেন নাটককার।

১৯৯৪ সালে ১৭ অক্টোবর 'প্লে-মেকার্সে'র প্রযোজনায় আকাদেমিতে 'গজানন চরিত মানস' নাটক অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন রাম মুখোপাধ্যায়। রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তি সেন। মঞ্চ পরিবেশনায় বিভাস চক্রবর্তী। সংগীতে মুরারি রায়চৌধুরী। আলোয় তাপস সেন। ধ্বনি– অমর নন্দী।

১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর গিরিশ মঞ্চে 'গুহাচিত্র' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনা করে 'সমীক্ষণ' নাট্যদল। নির্দেশনা এবং অক্ষয়বাবু চরিত্রে অভিনয় করেন পঙ্কজ মুন্সি। কৃতজ্ঞতা– শুক্লা চট্টোপাধ্যায়। মঞ্চ পরিবেশনায় ছিলেন পৃথ্বিশ গঙ্গোপাধ্যায়। আলোক সজ্জায় ছিলেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। এ নাটকের মধ্যে রয়েছে– ফুল যেভাবে পাপড়ি মেলে প্রকৃতিকে জাগিয়ে দেয়, তেমন ভাবেই পড়ন্ত বেলায় অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী অক্ষয়বাবু নিজেকে মেলে দিতে চান। বিগত দিনের যা কিছু অন্যায় এবং পাপ স্খলন করতে চান। অন্যদিকে সমাজ বিরোধী ভোলা– সেও চায় কাদা ময়লা ধুয়ে তার স্ত্রী হাসিকে নিয়ে একটা নতুন এবং স্বপ্নের সংসার গড়ে তুলতে চায়, চায় একটু নির্মল বাতাস। মনের গুহা থেকে পাপ ও ভীতি দূর করার নাটক এটি।

William Gibson- এর 'The Miracle Worker' নাটকের বাংলায় অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'জন্মদিন' নামে। হেলেন কেলারের জীবনী অবলম্বনে রচিত এই নাটক প্রথম অভিনয় হয় 'চুপকথা' প্রযোজনায় বিড়লা সভাঘরে, ১৯ আগস্ট ১৯৯৭ সালে। মুকাভিনয় শিক্ষক ছিলেন অর্জন দেব। মঞ্চ পরিবেশনায় ছিলেন খালেদ চৌধুরী। আলোয়-তাপস সেন। অভিনয় করেন– অসিত মুখোপাধ্যায় (হেলেনের বাবা ক্যাপটেন কেলার) ডলি বসু (হেলেনের মা মিসেস কেলার) দোয়েল বসু (কিশোরী হেলেন), সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় (হেলেনের ধৈর্যশীল শিক্ষক অ্যান স্যালিভান)।

"এ নাটকে অসাধারণ অভিনয় করেন দোয়েল বসু তার অবাধ্যতা দুষ্টুমি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতার প্রকাশ খুবই বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। সেঁজুতিও চমৎকার অভিনয় করেন তাঁর পিতার নির্দেশে। মা– মেয়ে ডলি ও দোয়েল এবং বাবা– মেয়ে- অসিত– সেঁজুতি একাকার হয়ে যান মোহিত নাট্যসংসারে। শোনা যায় হেলেন কেলারদের সংসারে মিস অ্যান স্যালিভানের আবির্ভাব দিনটিকে বলা হত হেলেনের আত্ম জন্মদিন।

এ নাটক দেখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অবাক বিস্ময় পরিহাস করেন: আমার নাতনি দোয়েল মুক-বধির এটা তো জানতাম না। এরা এসব করে কিভাবে।"[২২]

সুইস নাট্যকার Max Frisch এর 'The Fire Raiser' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ পায় ১৯৫৩ সালে। জুরিখে প্রথম এই ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয় ১৯৫৮ সালে। বেতার ও মঞ্চ নাটক হিসাবে বিখ্যাত এই ইংরেজিতে অনূদিত নাটকের বাংলা অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'কাল বা পরশু' নামে। ফারাক্কার 'নাট্যাঙ্গন' প্রযোজনা সংস্থা এই একাঙ্ক নাটকটির প্রথম প্রযোজনা করে ১৯৯৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর। নির্দেশনায় ছিলেন দুলাল চক্রবর্তী। ফারাক্কার এই 'নাট্যাঙ্গন' প্রযোজনা সংস্থা ১৯৯৯ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'দর্পণ' নাটকেরও প্রথম প্রযোজনা করে। নির্দেশনায় দুলাল চক্রবর্তী ছিলেন। এছাড়া ২০০০ সালের ১০ এপ্রিল 'দর্পণ' নাটক 'নান্দীরঙ্গ' প্রযোজনায় অভিনীত হয়। নির্দেশনায় সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। মোট প্রদর্শনী হয় ১৬ টি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় Slawomir Mrozek এর 'The Police' নাটকের বাংলা অনুসৃজন করেন 'তুষাগ্নি' নামে। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় মধুসূদন মঞ্চে ২০০১ সালের ২২ মে। প্রযোজনা করে 'সংস্তব্ধ' নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ

পরিবেশনায় ছিলেন দেবাশিস মজুমদার। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেন, কিন্তু কিছুদিন পর 'সংস্তব' এই নাটকের অভিনয় করা বন্ধ রাখে।

'সিদ্ধিদাতা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় আর ২০০২ সালে। প্রযোজনা করে 'সমকালীন শিল্পী দল'। নির্দেশনায় ছিলেন অম্বর রায়। নামাঙ্কন করেন চণ্ডী লাহিড়ি।

২০০৩ সালে ১৭ এপ্রিল আকাডেমিতে 'মাঙ্গলিক' সংস্থার প্রযোজনায় হারুন আল রশিদ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নির্দেশনায় ছিলেন ছবির বিশ্বাস। অভিনয় করেন অরুণ মুখোপাধ্যায় (মনের ডাক্তার) এবং সমীর বিশ্বাস (যদুপতি)।

২০০৩ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে 'মিস্টার রাইট' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। প্রযোজনা করে 'নান্দীমুখ' নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন অশোক চট্টোপাধ্যায়।

২০০৩ সালে ১৫ নভেম্বর বিজন থিয়েটারে 'সোহন' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'জুতো' একাঙ্ক নাটকটির অভিনয় হয়। নির্দেশনা ও কাতু চরিত্রে অসামান্য অভিনয় করেন অনীশ ঘোষ।

২০০৩ সালের অক্টোবরে 'বিভাব' সাহিত্যপত্রে শারদ সংখ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কারাদণ্ড' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সমীক্ষণ' নাট্যদলের পঁচিশতম (২০০৩) প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে 'কারাদণ্ড' নাটকের পাঠ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন জগন্নাথ বসু এবং উর্মিমালা বসু শিল্পী দম্পতি।

২০০৩ সালে ৬ নভেম্বর বিজন থিয়েটারে 'কাল বা পরশু' একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই নাটকের প্রযোজনা করে 'অন্য থিয়েটার' নাট্যদল। নির্দেশনা দিয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী। তীর চিহ্ন দিয়ে বসার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি দেখানো হয়। 'কাল বা পরশু' নাটক সম্পর্কে বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন–

"বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছে দেশটা। চরম সাবধান বাণী শোনালেন মোহিত: আজ না হলেও কাল বা পরশু বিস্ফোরণ ঘটবেই ঘটবে! ... এটা মোহিতের লেখার একটা নতুন পর্ব। আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তাতে মোহিত যন্ত্রণাহত। যে রাজনৈতিক বোধ, যে বামপন্থায় মোহিত বিশ্বাস করে তার বিচ্যুতি তাকে পীড়া দিচ্ছে। ... উত্তেজিত করেছে, অহরহ কষ্ট দিচ্ছে, ক্রুদ্ধ করেছে।"[২৩]

হেনরিক ইবসেন-এর An enemy of the people অনুসরণে সত্যজিৎ রায় লিখিত চিত্রনাট্য (ছবি মুক্তি ১৯৯০) অবলম্বনে 'গণশত্রু' রচনা ও সম্পাদনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় হয় নরওয়ে। প্রযোজনা করে 'চেতনা' নাট্যদল। পরিচালনায় ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়।বলা বাহুল্য কলকাতায় এই নাটকের কোন অভিনয় হয়নি।

একথা ঠিক যে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কোন নাট্যদল ছিল না। দক্ষিণ কলকাতা যাদবপুর অঞ্চলে ২০০৩ সালে মহালয়ার দিন 'রঙ্গপট' নামে একটি নতুন নাট্যদল গঠিত হয়। 'রঙ্গপট' দপ্তরের নিকটবর্তী রানিকুঠি নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও কবি নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি। দলের জন্মলগ্নে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। নামকরণ, দলের সাংবিধানিক গঠনতন্ত্র এবং নিয়মশৃঙ্খলা বিধি রচনায় মুখ্য ভূমিকা তিনিই গ্রহণ করেন। অরুণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান কর্মকর্তা। 'রঙ্গপট' এই কবি নাট্যকারের শেষ জীবনের সর্বক্ষণের স্বজন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি মহলা কক্ষে এসে উপদেশ দিয়েছেন। দলের জন্য লিখেছেন বেশ কয়েকটি নতুন নাটক। 'রঙ্গপট' নাট্যদল কবি নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ৭৫তম জন্মদিবস পালন করেছে। নাট্যপত্রে নিয়মিত তাঁর নাটক ও জীবন কথা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই দলের নাট্য নির্দেশক ছিলেন না; ছিলেন নির্দেশকের নির্দেশক এবং একমাত্র প্রেরণা পুরুষ – শীর্ষ অভিভাবক।

২০০৪ সালে ২৭ মার্চ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'জাম্বো' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় রামমোহন মঞ্চে। প্রযোজনা করে 'কথাকৃতি' নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন সঞ্জীব রায়।

২০০৪ সালে রবীন্দ্র মৈত্র রচিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকের সম্পাদনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় হয় ২৩ মে ২০০৪। 'সমীক্ষণ' নাট্যদল। নির্দেশনা এবং গৃহভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পঙ্কজ মুন্সি। এছাড়া এডুয়ার্ডো ডি ফিলিপো প্রণীত 'মিসেস সোরিয়ানো' নাটকের রূপান্তর করেন অরুণ মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। 'চুপকথা' প্রযোজনায় বেহালার শরৎ সদনে প্রথম অভিনয় হয় ২৪ মে। নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন ডলি বসু। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক সম্পাদনা প্রসঙ্গে রঙ্গপট নাট্যপত্র লিখেছে —

> "অন্যের নাটক সম্পাদনা- পুনর্লিখনে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অদ্বিতীয়। বাংলা থিয়েটারে 'অপরকে অ-পর' এর থেকে বেশি আর কেউ করতে পারেননি। তিনি ছিলেন অনেক নাট্যকার নির্দেশকের শিক্ষক। তাঁর পুর্নলিখন - সম্পাদনায় নির্মিত নাটকের সংখ্যা দশ। নিজে না লিখলেও তাঁর সংলাপ- সমৃদ্ধ নাটকের সংখ্যা শতাধিক। তিনিই প্রথম 'দায়বদ্ধ' নাটকের পাঠ শুনেই বলেছিলেন এ নাটক থামানো যাবে না– চলতেই থাকবে। 'সাঁঝবেলা' নাটকের বেশ কিছু সংলাপ তাঁরই উচ্চারিত কথার স্মৃতি লেখা । 'সায়ক' এর প্রায় সব নাটকই মেঘনাদ ভট্টাচার্য তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। 'সায়ক' কখনো মোহিতনাট্য প্রযোজনা করেনি। মোহিতবাবু ছিলেন সায়ক নাট্যের প্রাণপ্রহরী।"[২৪]

২০০৪ সালের ১৩ অক্টোবর মহালয়ার দিন 'রঙ্গপট' নাট্যদলের প্রযোজনায় আকাদেমিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'সোনার চাবি' নাটক অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। আলোয় বাদল দাস। মঞ্চ পরিবেশনায় ছিলেন দীপক দাস। আবহ সৃষ্টিতে ছিলেন দেব চৌধুরী। অভিনয় করেন সুব্রত সমাজদার। রচনা মিত্র (নন্দিতা) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বপন কুমার। নতুন দলের প্রথম প্রযোজনা শুরু হয় মোহিতনাট্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' কৌতুক নাট্যের রূপান্তর 'শেষ রক্ষা' (১৯২৭) নাটকের সম্পাদনা করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সীমা মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'রূপরঙ' প্রযোজনায় এই নাটক অভিনীত হয় ২০০৪ সালে।

২০০৫ সালের ৩০ মার্চ বিজন থিয়েটারে 'ভালো মন্দ' নামক স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক অভিনীত হয়। প্রযোজনা করে 'অন্য থিয়েটার' নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তুষাগ্নি' নাটকের পুনর্লিখন করেন 'তুষের আগুন' নামে। ২০০৪ সালের ১৩ 'রঙ্গপট' নাট্য পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় নাটকটি। আকাদেমিতে ২০০৫ সালের ৩ অক্টোবর 'তুষের আগুন' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। প্রযোজনা করে রঙ্গপট নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন দীপক দাস। সম্পাদনা ও প্রয়োগ পরিকল্পনা করেন তপনজ্যোতি দাস। কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন দেবকুমার পাল। জয় সেন। রূপসজ্জায় ছিলেন মহব্বত আলী। মঞ্চ ও পোশাক সজ্জায় ছিলেন সমীর আইচ। সংগীতে দেব চৌধুরী। 'তুষের আগুন' প্রসঙ্গে রঙ্গপট নাট্যপত্র লিখেছে—

> "'তুষাগ্নি'র চেয়েও ধারালো হয়ে ওঠে তুষের আগুন। দুটো নাটকই দেখেছি। নির্মাণশৈলীতে কাব্য ও স্যাটায়ার মিলে মিশে 'তুষের আগুন' এক অনবদ্য প্রযোজনা হয়ে ওঠে। আরও ঋজু, দৃপ্ত, সরাসরি

উন্মোচন। অসাধারণ অভিনয় করে তপন জ্যোতি দাস এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়।”[২৫]

২০০৫ সালে ডি এল রায় রচিত ‘পুনর্জন্ম’ নাটকের সম্পাদনা ও পুনর্লিখন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পঙ্কজ মুন্সির নির্দেশনায় ‘সমীক্ষণ’ নাট্যদল প্রযোজনা করে ।

২০০৬ সালের ১০ মার্চ ‘কথাকৃতি’ নাট্যদলের প্রযোজনায় ‘চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’ নাটকের অভিনয় হয়। নির্দেশনা দিয়েছেন সুজিত রায়। আলোক সজ্জায় ছিলেন জয় সেন। মঞ্চ নির্মাণ করেন মদন টিঙ্কু। আবহ সৃষ্টির দায়িত্বে ছিলেন গৌতম ঘোষাল। অভিনয় করেছেন মুরারি মুখোপাধ্যায় (প্রেত), দীপান্বিতা সরকার (শান্তা), গৌতম সাধুখাঁ (ইনস্পেক্টর) ইন্দ্রজিৎ পাল (মল্লিকবাবু)।

Georrge Fedeam প্রণীত ‘Revenge’ অনুনাটকের অনুসৃজন করেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ‘উড়ো মেঘ’ নামে। প্রথম প্রকাশ ‘রঙ্গপত্র’ নাট্যপত্রে তৃতীয় সংখ্যায় ২০০৬। ‘চুপকথা’ নাট্যদলের জন্য অনুমোদিত হয় নাটকটি।

২০০৭ সালের ৬ জানুয়ারি ‘এই ঘুম’ নাটকটি সল্টলেকের বি.ডি. হলে, ‘সংস্তব’ প্রযোজনায় প্রথম অভিনীত হয়। নির্দেশনায় ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দিরা পার্থসারথি প্রণীত ‘আওরঙ্গজেব’ নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন সত্য ভাদুড়ি। ২০০৮ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ওই বাংলায় অনুদিত নাটকের পুনর্লিখন করেন। প্রথম অভিনয় হয় ৪ মে। প্রযোজনা করে ‘রঙ্গপট’ নাট্যদল। নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন হরিপদ মুখোপাধ্যায় (শাজাহান)। এছাড়াও অভিনয় করেছেন বিজয়লক্ষী বর্মন (জাহানারা), তপনজ্যোতি দাস (দারা), দেবশংকর হালদার (আওরঙ্গজেব) ঋতা দত্ত চক্রবর্তী (রোশানারা)।

২০১০ সালে 'সংস্তব' প্রযোজনায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় একটি ভিন্ন স্বাদের হাসির নাটক 'ভূতনাথ' অভিনীত হয়।

২০১১ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন– 'ভেনিসের বণিক' নামে। নাটকটি প্রযোজনা করে চুপকথা নাট্যদল। নির্দেশনায় ছিলেন ডলি বসু।

সালের ৬ মার্চ মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শেষ নাটক 'তথাগত' প্রথম অভিনয় হয় বিড়লা সভাগৃহে 'রঙ্গপট' নাট্যদলের প্রযোজনায়। নির্দেশনা ও নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন তপনজ্যোতি দাস। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব সরকার, স্বপন কুমার, অর্ণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ। 'তথাগত' নাটকের অভিনয় দেখানোর জন্য অসুস্থ নাট্যকারকে সভাগৃহে আনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। নাট্যকার ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিটের নাটকটি গভীর মনোযোগ সহকারে উপভোগ করেন। প্রযোজনা ও অভিনয় দেখে আপ্লুত হন তিনি। অভিনয় শেষে রঙ্গপটের পক্ষ থেকে তাঁকে পুষ্পস্তবক তুলে দেন প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী। তিনি শুধু হাত নেড়ে সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পর ১২ এপ্রিল ২০১২ কবি নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট নিউমোনিয়া ও সেফটিমিয়ার কারণে হার্ট-লাঙ ফেলিওর এবং কণ্ঠে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর. এস. ভি. হাসপাতালে। নাটককারের মৃত্যুর ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর একাডেমিতে 'তথাগত' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গপর নাট্যদলের সমস্ত শিল্পীবৃন্দ পিতৃতুল্য নাট্যকারের তর্পণ সমাপ্ত করেন। অভিনয় শেষে সকলের শেষকৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় শুধু নাটক রচনা, অনুসৃজন বা পুনর্লিখনই করেননি। তিনি বেশ কয়েকটি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা উদ্ধৃত যেতে পারে—

"কলকাতা থিয়েটারে গত ৩০ বছরে একটি লোক একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন। তিনি এক নিঃশ্বাস কেড়ে নেওয়া ব্যতিক্রম। সব মিলিয়ে তিনি এক নজিরবিহীন মানুষ: সজনে ও জীবনে।

ভালো থিয়েটারের যা যা শক্তির দিক সব মোহিতের মধ্যে দেখা যায়। অন্যের কাজ সম্পর্কে শুধু সহিষ্ণুতা নয়, সত্যিকারের শ্রদ্ধা। নিজের কাজ বিষয়ে শুধু বিনয় নয়, গভীর আত্মবিশ্বাস। এইসব নিয়ে মোহিত আমাদের সময়ের এক সেরা প্রতিনিধি।

আবার আশ্চর্য ব্যতিক্রম তিনি একমাত্র নাট্য ব্যক্তিত্ব যিনি একা, একক। তাঁর কোনো দল নেই। কাব্য রচনা ত্যাগ করে নাটক রচনার দুরূহ কাজে নিজেকে নিবেদন করার পর সেই পথে একা হেঁটেছেন তিন দশক। দলীয় নোংরামি, লোভ, সংঘের প্রতাপসত্তা, অর্থ ও খ্যাতির পেছনে ইঁদুর দৌড়– এসবের থেকে একটু দূর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, একা।

থিয়েটার করতে না এলে এই অন্তরঙ্গ দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। নাটককার মোহিত, কবি মোহিত, বক্তা মোহিত, সংগঠক মোহিত... সুখে-দুঃখে অমলিন তাঁর মুখ, যে মুখ তাঁর হৃদয়ের ছবি, অন্তহীন সমর্থন ও মমতা নিয়ে যে মুখ জেগে থাকে নাট্যকর্মীর শিয়রে, আন ও সংকটে যে মুখ প্রতীক্ষা করে শ্রেয়তর-র জন্য, যে মুখ তোমার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তার বোধন জাগিয়ে দেয় তোমারই মধ্যে। কলকাতার

থিয়েটারের সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো মানুষ মোহিত, সবচেয়ে হৃদয়বান নরম মানুষ মোহিত।... মৃত্যু একে একে নিয়ে গেছে বহু আশ্চর্য মানুষকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় আমার সামনে দাঁড়ানো এমনই এক মানুষ যিনি এক প্রতীকও।"[২৬]

পরিশেষে বলা যায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকের জগতে তিনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন। সংবেদনশীল মানুষ হিসেব নাটককেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্মানুসন্ধানের জন্য। তাঁর নাটক লেখার সূত্রপাত আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই। অথচ তাঁর সমকালের অন্যান্য নাটক রচয়িতারা কোনো না কোনো নাট্যদলের সঙ্গ যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো নাট্যদলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকেও সমস্ত নাট্যদলকেই নিজের মতো ভাবতেন। কলকাতাসহ গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট বিভিন্ন নাট্যদল তাঁর লেখা নাটক প্রযোজনা করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি নাট্যদল গুলির চাহিদা মতো নাটক লিখতে দ্বিধা করতেন না। এমনকি দলগুলিকে নাটক লিখে দেওয়ার জন্য কোনোদিন পারিশ্রমিক নেননি বরং তিনি নিজেই দলগুলির সুবিধা অসুবিধার খোঁজ খবর নিতেন প্রযোজনে আর্থিক সহায়তা করতেও বিন্দুমাত্র ভাবতেন না। যে আদর্শ নিয়ে তিনি নাটক সৃজনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তা সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়েছিল নিজস্ব কোনো নাট্যদল না থাকার কারণে। তাঁর লেখা নাটকগুলির মঞ্চায়নের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী থাকতে হলেও তিনি থেমে থাকেননি তাঁর আপন কর্মে। কালক্রমে তিনিই হয়ে ওঠেন বাংলা নাটকের পিতৃপ্রতিম। তাঁর প্রয়াণে বাংলা নাটক অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। প্রায় শতাধিক নাট্যদল তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদানে আজও তাঁর নাটকের প্রযোজনা করে চলেছে যা পিতৃতর্পণ স্বরূপ। নাটকের মাধ্যমেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন নাট্যপ্রিয় মানুষের হৃদয়ে।

তথ্যসূত্র

১। চৌধুরী, দর্শন - বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, ৫ম সংস্করণ- সেপ্টেম্বর ২০১১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯ , পৃষ্ঠা - ১৪

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২

৩। দাস, ডা তপনজ্যোতি(সম্পাদক)- রঙ্গপট নাট্যপত্র (মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা), ২০১২, কলকাতা- ৭০০০৭২, পৃষ্ঠা - ২৬

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭

৫। তদেব

৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪

৭। গুপ্ত, রঙ্গন (সম্পাদক) – অসময়ের নাট্য ভাবনা, বর্ষ -১, সংখ্যা-২ , এপ্রিল-জুন-২০১৪, পৃষ্ঠা - ৭৩

৮। দাস, ডা. তপনজ্যোতি (সম্পাদক)- রঙ্গপট নাট্যপত্র (মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা), ২০১২, কলকাতা - ৭০০০৭২, পৃষ্ঠা - ২৭

৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৮

১০। গোস্বামী, আশিস: নাট্য সমালোচনার কথা, জানুয়ারি ২০১১, প্রতিভাস, কলকাতা – ৭০০০০২, পৃষ্ঠা - ৬৮

১১। দাস, ডা তপনজ্যোতি(সম্পাদক)- রঙ্গপট নাট্যপত্র (মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা), ২০১২, কলকাতা - ৭০০০৭২, পৃষ্ঠা - ২৯

১২। তদেব

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১

১৪। তদেব

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮

১৭। তদেব

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৫

১৯। তদেব

২০। তদেব

২১। তদেব

২২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫২

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৭

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৯

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৪